এক ব্যক্তি নফল সিয়ামের দিন ফজরের পর পান করেছে, তার উপর কি কাফ্‌ফারা ওয়াজিব ?

﴿ شرب بعد الفجر في صيام التطوع فهل عليه كفارة؟ ﴾

[বাংলা – bengali – بنغالي]

মুহাম্মদ বিন সালেহ আল-উছাইমীন

অনুবাদ : সানাউল্লাহ নজির আহমদ

সম্পাদনা : ইকবাল হোছাইন মাছুম

2010 - 1431

IslamHouse

﴿ شرب بعد الفجر في صيام التطوع فهل عليه كفارة؟ ﴾

« باللغة البنغالية »

الشيخ محمد بن صالح العثيمين

ترجمة : ثناء الله نذير أحمد

مراجعة : إقبال حسين معصوم

2010 - 1431

IslamHouse

নফল সিয়ামের দিন ফজরের পর পান করেছে, তার উপর কি কাফ্‌ফারা ওয়াজিব ?

প্রশ্ন : আমি প্রতি সোম ও বৃহস্পতিবার নফল সিয়াম পালন করি। এক রাতের ঘটনা, আমি সেহরি খেয়ে পানি পান না করেই ঘুমিয়ে পড়ি, ফজরের এক ঘণ্টা পর যখন ঘুম থেকে জাগ্রত হই, তখন খুব পিপাসিত ছিলাম। অতঃপর আমি পানি পান করি এবং রাত পর্যন্ত সিয়াম পালন করি। অথচ আমার জানা ছিল যে, ফজরের পর এক ঘণ্টা হয়ে গেছে। এ সিয়াম কি শুদ্ধ না অশুদ্ধ ? যদি শুদ্ধ না হয়, তাহলে আমার উপর কি কাফ্‌ফারা আছে ?

উত্তর :

আল-হামদুলিল্লাহ

সিয়াম শুদ্ধ হয়নি। কারণ সিয়ামের জন্য ফজর উদিত থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত উপবাস জরুরী। আলাহ্ তাআলা বলেন :

فَٱلۡـَٔـٰنَ بَٰشِرُوهُنَّ وَٱبۡتَغُواْ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمۡۚ وَكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلۡخَيۡطُ ٱلۡأَبۡيَضُ مِنَ ٱلۡخَيۡطِ ٱلۡأَسۡوَدِ مِنَ ٱلۡفَجۡرِۖ ثُمَّ أَتِمُّواْ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيۡلِۚ ﴿١٨٧﴾ البقرة: ١٨٧

"অতএব, এখন তোমরা তাদের সাথে মিলিত হও এবং আলাহ তোমাদের জন্য যা লিখে দিয়েছেন, তা অনুসন্ধান কর। আর আহার কর ও পান কর যতক্ষণ না ফজরের সাদা রেখা কাল রেখা থেকে স্পষ্ট হয়। অতঃপর রাত পর্যন্ত সিয়াম পূর্ণ কর।" সূরা বাকারা : (১৮৭)

অতএব, এ সিয়ামে আপনার কোন প্রতিদান নেই, যেহেতু শরীয়ত সম্মত হয়নি। এতে আপনার পাপও হয়নি, কারণ নফল সিয়াম ভঙ্গ করা বৈধ। আর আপনার উপর কাফ্‌ফারাও নেই। যে স্বামী ও স্ত্রীর উপর সিয়াম ফরজ রমজানের দিনে তাদের সহবাস ব্যতীত কোন সিয়ামেই কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হয় না। এ অবস্থায় স্ত্রী যদি সম্মতি দেয়, তবে উভয়ের উপরই কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হবে। অর্থাৎ একজন গোলাম আযাদ করা। যদি সম্ভব না হয়, তবে দু'মাস লাগাতার সিয়াম পালন করা। যদি সম্ভব না হয়, তবে ষাটজন মিসকিনকে খাদ্য দান করা। আর যদি স্বামী-স্ত্রীর উপর সিয়াম ওয়াজিব না হয়, যেমন উভয়েই রমজানে মুসাফির, তবে সহবাসের ফলে তাদের কারো উপরই কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হবে না। কারণ মুসাফিরদের জন্য ইফতার করা হালাল। কিন্তু সফর থেকে ফিরার পর সেদিনের কাজা তাদের উপর ওয়াজিব। যদি এমন হয় যে, তারা উভয়ে সফরে, যে সফরে ইফতার করা বৈধ, আর তাতে তারা সিয়াম অবস্থায় সহবাস করে, তবুও কোন সমস্যা নেই এবং তাদের উপর কোন কাফ্‌ফারাও নেই। তবে শুধু সেদিনের কাজা ওয়াজিব।

সূত্র :

শায়খ মুহাম্মদ বিন উসাইমীন

"فتاوى نور على الدرب"